মুর্শিদাবাদের একাঙ্গী পাড়ি দিচ্ছে শ্রীলঙ্কায়, উৎসাহিত চাষিরা

অভিজিৎ চৌধুরি

মুর্শিদাবাদের একাঙ্গী(ভেষজ) পাড়ি দিচ্ছে সুদূর শ্রীলঙ্কায়। এর জেরেই জেলায় এই মেডিসিনাল প্ল্যান্ট চাষের হিড়িক পড়ে গিয়েছে। কম খরচে অত্যন্ত লাভজনক এই চাষ জেলায় মাত্র ২০ বছরের পুরানো। কিন্তু, ইতিমধ্যেই ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। কন্দ জাতীয় এই বিরুৎ মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই পরিণত হয়ে যায়। বহির্বাণিজ্যের সুযোগ থাকায় জেলা উদ্যানপালন বিভাগও নানাভাবে উৎপাদকদের সাহায্য করতে মাঠে নেমে পড়েছে।

মূলত আদা, হলুদের মতো দেখতে হয় একাঙ্গী নামের এই ভেষজটি। জিঞ্জিবারেসী পরিবারের এই বিরুতের বিজ্ঞানসম্মত নাম ক্যাম্ফেরিয়া গ্যালান্ডা। এক সময় মাছ ধরার ফাঁদ হিসাবে এই বিরুতের জনপ্রিয়তা ছিল। কিন্তু লাভজনক ফসল হিসাবে চাষ হত না। পরবর্তী সময়ে চিকিৎসা জগৎ ও মশলার উপাদান হিসাবে এর চল শুরু হলেও জনপ্রিয়তা সেভাবে আসেনি। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ থেকে এই একাঙ্গী শ্রীলঙ্কায় উচ্চ দামে পাড়ি দেওয়ায় কৃষকমহল আগ্রহী হয়ে উঠেছে। জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের হিসাবমতো প্রায় ২০০ বিঘা জমিতে এই বিরুৎ চাষ হচ্ছে। ডোমকল ও হরিহরপাড়া ব্লকে সবচেয়ে বেশি জমিতে চাষ শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, পরিণত ফসলের কম করে ৬০-৭০ টাকা কেজি দর উঠেছে। উদ্যানপালন বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিঘাপ্রতি মাত্র ৪০০০-৫০০০ টাকা এই চাষে খরচ। সেখানে সাম্প্রতিক হিসাব অনুসারে ২৫ থেকে ৩০ হাজার রোজগার হওয়া সম্ভব। বিরুতের কন্দ বীজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মাটি শোধন করা ছাড়া বিশেষ কোনও উদ্যোগও এই চাষে নিতে হয় না। দু'বছর আগে পরীক্ষামূলকভাবে মুর্শিদাবাদে এই চাষ শুরু হয়। কিন্তু, সেভাবে চাষ ছড়াতে পারেনি। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কায় এই ফসল এক্সপোর্ট হতে শুরু করায় কৃষকমহলে সাড়া পড়ে যায়। জানা গিয়েছে, মূলত ওষুধ ও মশলা হিসাবে শ্রীলঙ্কায় এর ব্যবহার আছে।

দামি এই ভেষজকে নিয়ে বর্তমানে উদ্যানপালন দপ্তর ব্যাপক উৎসাহিত। জেলার প্রাক্তন উদ্যানপালন আধিকারিক সমরেন্দ্রনাথ খাড়া(বর্তমানে উত্তর দিনাজপুর জেলার আধিকারিক) এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, এটি কম খবচে চাষ হয়। ভালো দাম পাওয়া যায়। জিঞ্জিবেরল সের্বোডাই হাইড্রিফ ফেনল, লিপিড ইত্যাদি উপাদান থাকায় এই ভেষজ বিশেষ কার্যকরী।